

## ‘ইবাদাতের অর্থ ও তাৎপর্য

‘ইবাদাত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো:- চূড়ান্ত বিনয়, আনুগত্য ও বশ্যতা।

শারী‘যাতের পরিভাষায়- প্রকাশ্য কিংবা গোপনীয় যেসব কথা ও কাজ আল্লাহ মুক্ত ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন, সে সবের একটি সামষ্টিক নাম হলো- ‘ইবাদাত।

শারী‘যাতের পরিভাষায় আল্লাহর ‘ইবাদাত বলতে কি বুঝায়?

রাচ্ছলের (মুক্ত) অনুসৃত ও প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী একমাত্র আল্লাহ রাবুল ‘আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তাঁর প্রতি শুদ্ধাপূর্ণ ভয় ও সর্বোচ্চ ভালোবাসা নিয়ে পূর্ণ বশ্যতা ও আনুগত্য প্রদর্শন পূর্বক তাঁর (আল্লাহর) মহত্ত্বের সম্মুখে অবনত মন্তকে চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে, তাঁর নিকট হতে ছাওয়াব লাভের (প্রতিদান লাভের) গভীর আগ্রহ ও সুদৃঢ় আশা নিয়ে, তাঁর (আল্লাহর) পছন্দনীয় কোন কর্ম সম্পাদন করাকে আল্লাহর ‘ইবাদাত বলা হয়।

## ‘ইবাদাতের মূলনীতি

সকল প্রকার ‘ইবাদাত হলো তাওকীফিয়াহ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ক্রোরআন ও ছুন্নাহ নির্ভর বিষয়। আল্লাহ মুক্ত কিভাবে কি পদ্ধতিতে তাঁর দাসত্ব তথা ‘ইবাদাত করলে সন্তুষ্ট ও খুশি হবেন, তা কেবল ক্রোরআনে কারীম ও রাচ্ছলুল্লাহ মুক্ত এর ছুন্নাহ মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জানা কারো পক্ষে সন্তুষ্ট নয়। তাই ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইবতিদা‘ অর্থাৎ নব-উত্তীর্ণ, মনগঢ়া পন্থা-পদ্ধতি কিংবা মন্তিক্ষ প্রসূত আবিক্ষারের কোন অবকাশ বা স্থান নেই। কেননা কিভাবে কি করলে আল্লাহ মুক্ত খুশি ও সন্তুষ্ট হবেন তা মানুষের জানা বা বুঝার কথা নয়। আর এ কারণেই ক্রোরআন ও ছুন্নাহ মাধ্যমে আল্লাহ মুক্ত তাঁর বান্দাহ্দেরকে পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে জানিয়ে দিয়েছেন কিভাবে কি পদ্ধতিতে তাঁর ‘ইবাদাত তথা দাসত্ব করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং তা গ্রহণ করবেন। তাই ক্রোরআন ও ছুন্নাহ একনিষ্ঠ অনুসরণই হলো ‘ইবাদাতের মূলনীতি।

‘ইবাদাত বা ‘আমাল ক্রাবুল হওয়ার শর্তাবলী:-

যে কোন ‘আমাল বা ‘ইবাদাত- যদ্বারা আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করতে চাই, সেই ‘আমাল বা ‘ইবাদাত সঠিক এবং আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে তিনটি মৌলিক শর্ত রয়েছে, যা একত্রে; একসাথে পূরণ করতে হবে। যদি তন্মধ্যে একটি শর্তও না পাওয়া যায় তাহলে সেই ‘ইবাদাত আল্লাহর (মুক্ত) নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা আল্লাহর (মুক্ত) ‘ইবাদাত বলে গণ্য হবে না। শর্তগুলো হলো, যথাক্রমে:-

১) দীমান। অর্থাৎ ‘ইবাদাতকারীকে আল্লাহর (مُكْتَبِ اللّٰهِ) একত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী হতে হবে। ক্রোরআনে কারীমে আল্লাহ মুক্ত ইরশাদ করেছেন:-

وَمَن يَكْفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ঈমানকে অস্বীকার করবে, নিঃসন্দেহে তার সমস্ত ‘আমাল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।<sup>২</sup>

২) ইখলাস তথা বিশুদ্ধ নিয়মাত বা সংকল্প। অর্থাৎ ‘ইবাদাত করতে হবে একনিষ্ঠভাবে; একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র আল্লাহর (اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ) জন্যে। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা অন্য কারো জন্যে সামান্য পরিমাণ ‘ইবাদাতও করা যাবে না। মোটকথা, ‘ইবাদাতকে সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার শির্ক তথা অংশীদারিত্বমুক্ত রাখতে হবে এবং খাঁটি ও একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ‘ইবাদাত করতে হবে। আল্লাহ (اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ) ইরশাদ করেছেন:-

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ حُنَفَاءٌ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ.<sup>৩</sup>

অর্থাৎ- তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ‘ইবাদাত করবে, সালাত কায়িম করবে ও যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।<sup>৪</sup>

৩) রাচুলের (رَأْضَى) ছুনাহ অনুসরণ। অর্থাৎ রাচুলুল্লাহ (رَأْضَى) যেভাবে ‘ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা যেভাবে ‘ইবাদাত করতে শিখিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই আল্লাহর ‘ইবাদাত করতে হবে। কেননা ক্রোরআনে কারীমে আল্লাহ (اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ) ইরশাদ করেছেন:-

فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي—<sup>৫</sup>

অর্থাৎ- (হে নাবী) বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ করো –।<sup>৬</sup>

আল্লাহ (اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ) আরো ইরশাদ করেছেন:-

لَدَّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.<sup>৭</sup>

অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাচুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উভয় আদর্শ।<sup>৮</sup>

১. ০ سورা المائدة-

২. ছুরা আল মায়দাহ- ৫

৩. ০ سورা البينة-

৪. ছুরা আল বায়িনাহ- ৫

৫. ৩১ سورা آل عمران-

৬. ছুরা আ-লে ‘ইমরান- ৩১

৭. ২১ سورা الأحزاب-

কোন অবস্থাতেই রাচুলুল্লাহ ﷺ এর অনুসৃত ও প্রদর্শিত পথ-পন্থা ব্যতীত (রাচুলুল্লাহ ﷺ এর ছুন্নাহ বিরোধী কিংবা ছুন্নাহ বহির্ভূত পথ বা পন্থায়) কোন পথ বা পন্থায় আল্লাহর (ﷻ) ইবাদাত করা যাবে না।  
কেননা রাচুলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলে গেছেন:-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أُمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِثْلُهُ فَهُوَ رَدٌّ ۝

অর্থ- যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নবউদ্ভাবন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে সেটা হবে প্রত্যাখ্যাত।<sup>১০</sup>

অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাচুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أُمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ۝

অর্থ- যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দ্বীনের মধ্যে নেই, তাহলে সেটা হবে প্রত্যাখ্যাত।<sup>১১</sup>  
যে কোন ‘আমাল তথা ‘ইবাদাত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্তের কথা (ঈমান থাকতে হবে, ইখলাস থাকতে হবে এবং রাচুল ﷺ এর ছুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে) ছুরা কাহফ এর সর্বশেষ আয়াতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّنْكُمْ يُوحَى إِلِيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ أَحَدًا ((سورة الكهف- ১১০))

অর্থাৎ- (হে নাবী) বলুন! আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী নাফিল হয় এই মর্মে যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার পালনকর্তার ‘ইবাদাতে কাউকে অংশীদার না করে।<sup>১২</sup>

এ আয়াতে আল্লাহ ﷺ তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় মেনে নিয়ে (অর্থাৎ তাঁর একত্বাদে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়ে) নেক ‘আমাল করার (অর্থাৎ রাচুল ﷺ এর ছুন্নাহ অনুযায়ী ‘আমাল করার) এবং ‘ইবাদাতে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না করে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁর (আল্লাহর) ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন।  
আয়াতে বর্ণিত (সে যেন সৎকর্ম করে) এই বাক্যটি দ্বারা রাচুলুল্লাহ ﷺ এর ছুন্নাহ অনুযায়ী

৮. ছুরা আল আহ্যাব- ২১

৯. متفق عليه.

১০. সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুছলিম

১১. رواه مسلم

১২. সাহীহ মুছলিম

১৩. ছুরা আল কাহফ- ১১০

‘আমাল করার কথা বলা হয়েছে। কেননা ‘আমালে সালিহ্ বা নেক ‘আমাল বলতে রাচ্ছুল্লাহ্ الله এর ছুন্নাহ্ অনুযায়ী ‘আমালকেই বুবায়।

আয়াতে বর্ণিত “وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا” (এবং তার পালনকর্তার ‘ইবাদাতে কাউকে অংশীদার না করে) এই বাক্যটি দ্বারা পরিপূর্ণ ঈমান ও ইখলাসের কথা বলা হয়েছে।

‘আল্লামা হাফিজ ইবনু কাছীর (রাহিমাল্লাহ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, “সমস্ত অহীর সারমর্ম হচ্ছে:- তোমরা একত্ববাদী (ঈমানদার) হয়ে যাও, শির্ক পরিত্যাগ করো, তোমাদের যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে বিনিময় ও পুরস্কার পেতে চায়, সে যেন শারী‘য়াত অনুযায়ী (আল্লাহর নির্দেশিত এবং রাচ্ছুল্লাহ্ الله এর প্রদর্শিত পত্রানুযায়ী) ‘আমাল করে এবং শির্ক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে।

শির্ক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা এবং নেক ‘আমাল করা তথা আল্লাহর নির্দেশিত ও রাচ্ছুল্লাহ্ الله এর প্রদর্শিত পত্রানুযায়ী ‘আমাল করা, এ দু’টো মূল ভিত্তি ব্যতীত কোন ‘আমালই আল্লাহর নিকট আদৌ মাক্রবূল বা গৃহীত হবে না”। (তাফছীরুল ক্লোরআনিল ‘আযীম লি ইবনে কাছীর)

উপরোক্ত আয়াতের উল্লেখিত এ তাফছীর বিষয়ে সকল হাকুমানী (সত্যিকার) ‘উলামায়ে কিরাম ও মোফাছ ছিরীন একমত পোষণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, সর্বপ্রকার শির্ক পরিত্যাগ করা- এটাই হলো ইখলাস বা দ্বীনকে আল্লাহর (الله) জন্যে খাঁটি করার অর্থ। আর যেহেতু শির্কমুক্ত ঈমানই হলো প্রকৃত ঈমান, তাই এখানে ঈমানের কথা আর পৃথকভাবে বলা হয়নি বরং ঈমানদার হয়ে যাওয়া এবং শির্ক পরিত্যাগ করা, এ দু’টোকে একটি ভিত্তি বলে গণনা করা হয়েছে। নতুবা মূলত এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে। ঈমান, ইখলাস ও ‘আমালে সালিহ্ বা রাচ্ছুলের (الله) ছুন্নাহ্ অনুসরণ। আর এই তিনটি বিষয়ই হলো আল্লাহর নিকট ‘ইবাদাত ক্রাবূল হওয়ার মূল শর্তাবলী।

**সূত্র:**

- ১) রিছালাতুল ‘উবুদিয়াহ। শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইমিয়াহ
- ২) মুযাক্রিমাহ ফিল ‘আকুদাহ। ড. আশ্শাইখ সালিহ্ ইবনু ছাদ আচ্ছ ছুহাইমী।